একবিংশতি অধ্যায়

ভরতের বংশ বিবরণ

এই একবিংশতি অধ্যায়ে মহারাজ দুষ্মন্তের পুত্র মহারাজ ভরতের বংশ বর্ণনা করা হয়েছে, এবং রন্তিদেব, অজমীঢ় প্রভৃতির কীর্তিও বর্ণিত হয়েছে।

ভরদ্বাজের পুত্র মন্যু এবং মন্যুর পুত্র ছিলেন বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ এই পাঁচ পুত্রের মধ্যে। নরের পুত্র সঙ্কৃতি, এবং সঙ্কৃতির পুত্র গুরু ও রন্তিদেব। মহান ভগবদ্ভক্ত হওয়ার ফলে রন্তিদেব সমস্ত জীবে ভগবদ্ভাব দর্শন করতেন, এবং তাই তিনি কায়মনোবাক্যে সর্বতোভাবে ভগবান এবং ভগবদ্ভক্তের সেবায় নিযুক্ত ছিলেন। রন্তিদেব এতই উন্নত ছিলেন যে, তিনি তাঁর আহার্য বস্তু পর্যন্ত অন্যকে প্রদান করে স্বয়ং সপরিবারে অনাহারে থাকতেন। একসময় রন্তিদেব জল পর্যন্ত পান না করে আটচল্লিশ দিন উপবাস করেন। তারপর ঘৃতপক্ক বিবিধ উপাদেয় খাদ্য তাঁর কাছে নিয়ে আসা হয়। কিন্তু তিনি যখন তা আহার করতে যাবেন, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে উপস্থিত হন। রন্তিদেব তাই সেই আহার্য স্বয়ং আহার না করে, তৎক্ষণাৎ তা থেকে একাংশ সেই ব্রাহ্মণকে প্রদান করেন। ভোজন সমাপ্ত হবার পর সেই ব্রাহ্মণ চলে গেলে, রন্তিদেব যখন অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করতে যাবেন, তখন এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হয়। রন্তিদেব তখন সেই অবশিষ্ট অন্ন দুইভাগে বিভক্ত করে তার এক ভাগ শূদ্রকে দেন এবং অন্য ভাগ নিজের জন্য রাখেন। ভোজন শেষ করে শূদ্র চলে গেলে রন্তিদেব যখন অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করতে যাবেন, তখন আর একজন অতিথি এসে উপস্থিত হন। রন্তিদেব তখন অবশিষ্ট অন্ন সেই অতিথিকে দান করে যখন তাঁর তৃষ্ণা নিবারণের জন্য একটু জলপান করতে যাবেন, তখন এক তৃষ্ণার্ত অতিথি এসে উপস্থিত হন এবং রন্তিদেব তাঁকে সেই জল দান করেন। ভগবান তাঁর ভক্তের সহিষ্ণুতা সকলের কাছে প্রচার করার জন্যই এই লীলার অভিনয় করেছিলেন। তাঁর ভক্ত রন্তিদেবের প্রতি অত্যন্ত প্রসন্ন হয়ে, ভগবান তাঁকে তাঁর অতি অন্তরঙ্গ সেবা প্রদান করেছিলেন। এই প্রকার অন্তরঙ্গ সেবা ভগবান তাঁর শুদ্ধ ভক্তদেরই প্রদান করেন, সাধারণ ভক্তদের করেন না।

ভরদ্বাজের পুত্র গর্গের শিনি নামক এক পুত্র ছিল, এবং শিনির পুত্র ছিল গার্গ্য। গার্গ্য যদিও জন্ম অনুসারে ছিলেন ক্ষত্রিয়, তাঁর পুত্রেরা ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। মহাবীর্যের পুত্র দুরিতক্ষয়, এবং দুরিতক্ষয়ের পুত্র ছিল ত্রয্যারুণি, কবি ও পুষ্করারুণি। যদিও এই তিনজন ছিলেন ক্ষত্রিয় রাজার পুত্র, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের পুত্র হস্তী হস্তিনাপুর নগরী নির্মাণ করেছিলেন। হস্তীর পুত্র অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এং পুরুমীঢ়।

অজমীঢ় থেকে প্রিয়মেধ আদি ব্রাহ্মণ পুত্রদের জন্ম হয় এবং বৃহদিষু নামক এক পুত্রেরও জন্ম হয়। বৃহদিষু থেকে পরম্পরাক্রমে বৃহদ্ধনু, বৃহৎকায়, জয়দ্রথ, বিশদ এবং সেনজিতের জন্ম হয়। সেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস, এই চার পুত্র। রুচিরাশ্ব থেকে পার নামক পুত্রের জন্ম হয় এবং তাঁর পুত্র পৃথুসেন এবং নীপ। নীপের একশত পুত্র ছিল। নীপের আর এক পুত্র ব্রহ্মদত্ত। ব্রহ্মদত্ত থেকে বিষ্বক্সেন; বিষ্বক্সেন থেকে উদক্সেন এবং উদক্সেন থেকে ভল্লাটের জন্ম হয়।

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর, এবং যবীনর থেকে পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে কৃতিমান্, সত্যধৃতি, দৃঢ়নেমি, সুপার্শ্ব, সুমতি, সন্নতিমান্, কৃতী, নীপ, উদ্গ্রায়ুধ, ক্ষেম্য, সুবীর, রিপুঞ্জয় এবং বহ্বরথের জন্ম হয়। পুরমীঢ়ের কোন সন্তান ছিল না, কিন্তু অজমীঢ়ের অনেক সন্তানের মধ্যে নীল নামক এক পুত্র ছিল, যাঁর পুত্র শান্তি। শান্তির বংশধরেরা হচ্ছেন সুশান্তি, পুরুজ, অর্ক এবং ভর্ম্যাশ্ব। ভর্ম্যাশ্বের পাঁচ পুত্রের অন্যতম মুদ্গল থেকে এক ব্রাহ্মণকুলের উৎপত্তি হয়। মুদ্গলের যমজ পুত্র এবং কন্যা হচ্ছেন দিবোদাস ও অহল্যা। অহল্যার গর্ভে তাঁর পতি গৌতম থেকে শতানন্দের জন্ম হয়। শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি এবং তাঁর পুত্র শরদ্বান্। শরদ্বানের পুত্র কৃপ এবং কন্যা দ্রোণাচার্যের পত্নী কৃপী।

শ্লোক ১

শ্রীশুক উবাচ

বিতথস্য সুতান্ মন্যোর্বৃহৎক্ষত্রো জয়স্ততঃ ।
মহাবীর্যো নরো গর্গঃ সঙ্কৃতিস্তু নরাত্মজঃ ॥ ১ ॥

শ্রী-শুকঃ উবাচ—শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন; **বিতথস্য**—বিতথের (ভরদ্বাজের, যাঁকে মহারাজ ভরত নিরাশ হয়ে তাঁর বংশে গ্রহণ করেছিলেন); **সুতাৎ**—পুত্র থেকে;

মন্যোঃ—মন্যু নামক; **বৃহৎক্ষত্রঃ**—বৃহৎক্ষত্র; **জয়ঃ**—জয়; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **মহাবীর্যঃ**—মহাবীর্য; **নরঃ**—নর; **গর্গঃ**—গর্গ; **সঙ্কৃতিঃ**—সঙ্কৃতি; **তু**—নিশ্চিতভাবে; **নর-আত্মজঃ**—নরের পুত্র।

অনুবাদ

শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বললেন—মরুৎগণ কর্তৃক প্রদত্ত হওয়ায় ভরদ্বাজের নাম হয় বিতথ। বিতথের পুত্র মন্যু, এবং মন্যু থেকে বৃহৎক্ষত্র, জয়, মহাবীর্য, নর এবং গর্গ, এই পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। এই পাঁচ পুত্রের অন্যতম নরের পুত্র সঙ্কৃতি।

শ্লোক ২

গুরুশ্চ রন্তিদেবশ্চ সঙ্কৃতেঃ পাণ্ডুনন্দন ।
রন্তিদেবস্য মহিমা ইহামুত্র চ গীয়তে ॥ ২ ॥

গুরুঃ—গুরু নামক পুত্র; **চ**—এবং; **রন্তিদেবঃ চ**—এবং রন্তিদেব নামক পুত্র; **সঙ্কৃতেঃ**—সঙ্কৃতির; **পাণ্ডু-নন্দন**—হে পাণ্ডুবংশজ মহারাজ পরীক্ষিৎ; **রন্তিদেবস্য**—রন্তিদেবের; **মহিমা**—মহিমা; **ইহ**—ইহলোকে; **অমুত্র**—এবং পরলোকে; **চ**—ও; **গীয়তে**—কীর্তিত হয়।

অনুবাদ

হে পাণ্ডু বংশোদ্ভূত মহারাজ পরীক্ষিৎ! সঙ্কৃতির পুত্র গুরু এবং রন্তিদেব। রন্তিদেবের মহিমা কেবল ইহলোকে মনুষ্যদের দ্বারাই নয়, পরলোকে দেবতাদের দ্বারাও কীর্তিত হয়।

শ্লোক ৩-৫

বিয়দ্বিত্তস্য দদতো লব্ধং লব্ধং বুভুক্ষতঃ ।
নিষ্কিঞ্চনস্য ধীরস্য সকুটুম্বস্য সীদতঃ ॥ ৩ ॥
ব্যতীয়ুরষ্টচত্বারিংশদহান্যপিবতঃ কিল ।
ঘৃতপায়সসংযাবং তোয়ং প্রাতরুপস্থিতম্ ॥ ৪ ॥
কৃচ্ছ্রপ্রাপ্তকুটুম্বস্য ক্ষুত্তড়্ভ্যাং জাতবেপথোঃ ।
অতিথির্ব্রাহ্মণঃ কালে ভোক্তুকামস্য চাগমৎ ॥ ৫ ॥

বিয়ৎ-বিত্তস্য—রন্তিদেবের, যিনি চাতক পাখি যেমন আকাশ থেকে জল প্রাপ্ত হয়, ঠিক তেমনই দৈব কর্তৃক যা প্রেরিত হত তাই গ্রহণ করতেন; **দদতঃ**—যিনি অন্যদের বিতরণ করতেন; **লব্ধম্**—যা কিছু তিনি পেতেন; **লব্ধম্**—সেই সমস্ত প্রাপ্ত বস্তু; **বুভুক্ষতঃ**—ভোগ করতেন; **নিষ্কিঞ্চনস্য**—সর্বদা ধনহীন; **ধীরস্য**—তবুও অত্যন্ত ধীর; **স-কুটুম্বস্য**—তাঁর পরিবারের সদস্যদের সঙ্গেও; **সীদতঃ**—অত্যন্ত কষ্টভোগ করে; **ব্যতীয়ুঃ**—অতিবাহিত করতেন; **অষ্ট-চত্বারিংশৎ**—আটচল্লিশ; **অহানি**—দিন; **অপিবতঃ**—জল পর্যন্ত পান না করে; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **ঘৃত-পায়স**—ঘি এবং দুগ্ধের দ্বারা প্রস্তুত অন্ন; **সংযাবম্**—বিভিন্ন প্রকার খাদ্যদ্রব্য; **তোয়ম্**—জল; **প্রাতঃ**—প্রাতঃকালে; **উপস্থিতম্**—দৈবক্রমে প্রাপ্ত হয়েছিলেন; **কৃচ্ছ্র-প্রাপ্ত**—কষ্টভোগ করে; **কুটুম্বস্য**—আত্মীয়স্বজন; **ক্ষুত্তৃড্ভ্যাম্**—ক্ষুধা এবং তৃষ্ণার দ্বারা; **জাত**—হয়েছিলেন; **বেপথোঃ**—কম্পিত; **অতিথিঃ**—এক অতিথি; **ব্রাহ্মণঃ**—একজন ব্রাহ্মণ; **কালে**—ঠিক সেই সময়; **ভোক্তু-কামস্য**—ভোজন অভিলাষী রন্তিদেবের; **চ**—ও; **আগমৎ**—সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রন্তিদেব কখনও কিছু উপার্জন করার চেষ্টা করতেন না। দৈবক্রমে তিনি যা প্রাপ্ত হতেন তাই কেবল তিনি গ্রহণ করতেন, এবং অতিথি এলে তিনি সব কিছুই তাদের দান করতেন। তার ফলে তাঁকে তাঁর আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে অনেক দুঃখকষ্ট ভোগ করতে হত। প্রকৃতপক্ষে ক্ষুধা এবং তৃষ্ণায় তাঁর নিজের এবং আত্মীয়স্বজনদের শরীর কম্পমান হত, তবুও রন্তিদেব সর্বদাই অত্যন্ত সহিষ্ণু এবং ধীর ছিলেন। একসময় আটচল্লিশ দিন উপবাস করার পর, রন্তিদেব সকালবেলায় একটু জল এবং দুধ ও ঘি দিয়ে তৈরি কিছু অন্ন প্রাপ্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তিনি যখন তাঁর পরিবারবর্গের সঙ্গে তা ভোজন করতে যাবেন, তখন এক ব্রাহ্মণ অতিথি এসে উপস্থিত হন।

শ্লোক ৬

তস্মৈ সংব্যভজৎ সোঽন্নমাদৃত্য শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ ।
হরিং সর্বত্র সংপশ্যন্ স ভুক্ত্বা প্রযযৌ দ্বিজঃ ॥ ৬ ॥

তস্মৈ—তাঁকে (সেই ব্রাহ্মণকে); **সংব্যভজৎ**—ভাগ করে তাঁকে তাঁর অংশ দিয়েছিলেন; **সঃ**—তিনি (রন্তিদেব); **অন্নম্**—অন্ন; **আদৃত্য**—অত্যন্ত আদরের

সঙ্গে; **শ্রদ্ধয়া অন্বিতঃ**—এবং শ্রদ্ধা সহকারে; **হরিম্**—ভগবানকে; **সর্বত্র**—সর্বস্থানে, অথবা প্রতিটি জীবের হৃদয়ে; **সংপশ্যন্**—দর্শন করে; **সঃ**—তিনি; **ভুক্ত্বা**—আহার করে; **প্রযযৌ**—সেই স্থান ত্যাগ করেছিলেন; **দ্বিজঃ**—সেই ব্রাহ্মণ।

অনুবাদ

রন্তিদেব সর্বত্র এবং সর্বভূতে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। তাই তিনি সেই অতিথিকে সমাদর করে শ্রদ্ধা সহকারে তাঁকে সেই অন্নের একভাগ প্রদান করেছিলেন। সেই ব্রাহ্মণ অতিথিটি সেই অন্ন আহার করে সেখান থেকে চলে গিয়েছিলেন।

তাৎপর্য

রন্তিদেব প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। কিন্তু তিনি কখনও মনে করেননি যে, ভগবান যেহেতু প্রতিটি জীবের অন্তরে বিরাজমান, তাই প্রতিটি জীব হচ্ছে ভগবান। তিনি বিভিন্ন জীবের মধ্যে ভেদও দর্শন করতেন না। তিনি ব্রাহ্মণ এবং চণ্ডাল নির্বিশেষে সকলের মধ্যেই ভগবানের উপস্থিতি অনুভব করতেন। এটিই হচ্ছে প্রকৃত সমদৃষ্টি, যে সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৫/১৮) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

বিদ্যাবিনয়সম্পন্নে ব্রাহ্মণে গবি হস্তিনি ।
শুনি চৈব শ্বপাকে চ পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ ॥

"যথার্থ জ্ঞানবান পণ্ডিত বিদ্যা-বিনয়সম্পন্ন ব্রাহ্মণ, গাভী, হস্তী, কুকুর ও চণ্ডাল সকলের প্রতি সমদর্শী হন।" পণ্ডিত ব্যক্তি প্রতিটি জীবের মধ্যে ভগবানের উপস্থিতি দর্শন করেন। তাই, আজকাল যদিও তথাকথিত দরিদ্র-নারায়ণের শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করার একটি প্রথা প্রচলিত হয়েছে, কিন্তু রন্তিদেবের বিচার সেই রকম ছিল না। নারায়ণ দরিদ্রের হৃদয়ে রয়েছেন বলে, দরিদ্র ব্যক্তিদের দরিদ্র-নারায়ণ সম্বোধন করা একটি ভ্রান্ত ধারণা। এই বিচার অনুসারে ভগবান যেহেতু কুকুর এবং শূকরদের হৃদয়েও বিরাজ করছেন, তাই কুকুর ও শূকরদেরও নারায়ণ বলে সম্বোধন করা উচিত। ভ্রান্তিবশত কখনও মনে করা উচিত নয় যে, রন্তিদেবের বিচারধারা এই রকম ছিল। পক্ষান্তরে তিনি সকলকেই ভগবানের বিভিন্ন অংশ বলে দর্শন করতেন (*হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ*)। এমন নয় যে, সকলেই ভগবান। এই প্রকার মতবাদ যা মায়াবাদীদের দ্বারা প্রবর্তিত হয়েছে, তা ভ্রমাত্মক এবং রন্তিদেব কখনও এই ধরনের মতবাদ স্বীকার করেননি।

শ্লোক ৭

অথান্যো ভোক্ষ্যমাণস্য বিভক্তস্য মহীপতেঃ ।
বিভক্তং ব্যভজৎ তস্মৈ বৃষলায় হরিং স্মরন্ ॥ ৭ ॥

অথ—তারপর; **অন্যঃ**—আর একজন অতিথি; **ভোক্ষ্যমাণস্য**—যখন আহার করতে যাবেন; **বিভক্তস্য**—স্বজনদের ভাগ আলাদা করে রেখে; **মহীপতেঃ**—রাজার; **বিভক্তম্**—স্বজনদের অন্নভাগ; **ব্যভজৎ**—বিভক্ত করে বিতরণ করেছিলেন; **তস্মৈ**—তাঁকে; **বৃষলায়**—এক শূদ্রকে; **হরিম্**—ভগবানকে; **স্মরন্**—স্মরণ করে।

অনুবাদ

তারপর রন্তিদেব অবশিষ্ট অন্ন স্বজনদের মধ্যে বিভাগ করে দিয়ে যখন স্বয়ং ভোজন করতে যাবেন, তখন এক শূদ্র অতিথি এসে উপস্থিত হলেন। সেই শূদ্রকে ভগবৎ-সম্বন্ধে দর্শন করে রাজা রন্তিদেব তাঁকেও অন্নের ভাগ প্রদান করেছিলেন।

তাৎপর্য

রন্তিদেব যেহেতু সকলকেই ভগবানের অংশরূপে দর্শন করতেন, তাই তিনি কখনও ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ভেদ দর্শন করতেন না (*পণ্ডিতাঃ সমদর্শিনঃ*)। যিনি প্রকৃতই উপলব্ধি করেছেন যে, ভগবান সকলেরই হৃদয়ে বিরাজমান এবং প্রতিটি জীবই ভগবানের অংশ, তিনি কখনও ব্রাহ্মণ ও শূদ্র এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে পার্থক্য দর্শন করেন না। এই প্রকার ব্যক্তি সমস্ত জীবকে সমদৃষ্টিতে দর্শন করেন এবং কোন রকম ভেদভাব না দেখে সকলের সঙ্গে সমানভাবে আচরণ করেন।

শ্লোক ৮

যাতে শূদ্রে তমন্যোঽগাদতিথিঃ শ্বভিরাবৃতঃ ।
রাজন্ মে দীয়তামন্নং সগণায় বুভুক্ষতে ॥ ৮ ॥

যাতে—চলে গেলে; **শূদ্রে**—শূদ্র অতিথি; **তম্**—রাজাকে; **অন্যঃ**—আর একজন; **অগাৎ**—এসেছিল; **অতিথিঃ**—অতিথি; **শ্বভিঃ আবৃতঃ**—কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে; **রাজন্**—হে রাজন্; **মে**—আমাকে; **দীয়তাম্**—প্রদান করুন; **অন্নম্**—আহার্য; **স-গণায়**—কুকুর সমেত; **বুভুক্ষতে**—ক্ষুধার্ত।

অনুবাদ

সেই শূদ্র চলে গেলে, আর একজন অতিথি কুকুর পরিবেষ্টিত হয়ে সেখানে এসে বলেছিল, "হে রাজন্! আমি এবং এই কুকুরগুলি ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর। দয়া করে আমাদের কিছু আহার্য প্রদান করুন।"

শ্লোক ৯

স আদৃত্যাবশিষ্টং যদ বহুমানপুরস্কৃতম্ ।
তচ্চ দত্ত্বা নমশ্চক্রে শ্বভ্যঃ শ্বপতয়ে বিভুঃ ॥ ৯ ॥

সঃ—তিনি (রাজা রন্তিদেব); **আদৃত্য**—তাদের আদর করে; **অবশিষ্টম্**—ব্রাহ্মণ এবং শূদ্রকে দান করার পর যে অন্ন অবশিষ্ট ছিল; **যৎ**—যা কিছু; **বহু-মান-পুরস্কৃতম্**—বহু সম্মান সহকারে প্রদান করেছিলেন; **তৎ**—তা; **চ**—ও; **দত্ত্বা**—প্রদান করে; **নমঃ-চক্রে**—নমস্কার করেছিলেন; **শ্বভ্যঃ**—কুকুরদের; **শ্ব-পতয়ে**—কুকুরদের প্রভুকে; **বিভুঃ**—পরম শক্তিমান রাজা।

অনুবাদ

রাজা রন্তিদেব পরম আদরে অবশিষ্ট অন্ন কুকুর এবং কুকুরের স্বামী অতিথিকে বহু সম্মান সহকারে প্রদান করেছিলেন এবং তাদের নমস্কার করেছিলেন।

শ্লোক ১০

পানীয়মাত্রমুচ্ছেষং তচ্চৈকপরিতর্পণম্ ।
পাস্যতঃ পুল্কসোঽভ্যাগাদপো দেহ্যশুভায় মে ॥ ১০ ॥

পানীয়-মাত্রম্—কেবল পানীয় জল; **উচ্ছেষম্**—অবশিষ্ট ছিল; **তৎ চ**—তাও; **এক**—একজনের জন্য; **পরিতর্পণম্**—তৃপ্ত করে; **পাস্যতঃ**—রাজা যখন পান করতে যাবেন; **পুল্কসঃ**—একজন চণ্ডাল; **অভ্যাগাৎ**—সেখানে এসেছিল; **অপঃ**—জল; **দেহি**—দয়া করে দান করুন; **অশুভায়**—যদিও আমি একজন অধম চণ্ডাল; **মে**—আমাকে।

অনুবাদ

তারপর, কেবল পানীয় জল অবশিষ্ট ছিল, তাও কেবলমাত্র একজনের তৃপ্তি সাধনের জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু রাজা যখন সেই জল পান করতে যাবেন,

তখন এক চণ্ডাল সেখানে উপস্থিত হয়ে বলেছিল, "হে রাজন্! যদিও আমি অত্যন্ত নীচ কুলোদ্ভূত, দয়া করে আমাকে কিছু পানীয় জল দান করুন।"

শ্লোক ১১

তস্য তাং করুণাং বাচং নিশম্য বিপুলশ্রমাম্ ।
কৃপয়া ভৃশসন্তপ্ত ইদমাহামৃতং বচঃ ॥ ১১ ॥

তস্য—তার (চণ্ডালের); **তাম্**—সেই; **করুণাম্**—দৈন্যযুক্ত; **বাচম্**—বাক্য; **নিশম্য**—শ্রবণ করে; **বিপুল**—অত্যন্ত; **শ্রমাম্**—পরিশ্রান্ত; **কৃপয়া**—কৃপা করে; **ভৃশ-সন্তপ্তঃ**—অত্যন্ত দুঃখিত; **ইদম্**—এই; **আহ**—বলেছিলেন; **অমৃতম্**—অত্যন্ত মধুর; **বচঃ**—বাণী।

অনুবাদ

সেই পরিশ্রান্ত চণ্ডালের দৈন্যযুক্ত বাক্য শ্রবণ করে মহারাজ রন্তিদেব অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছিলেন এবং অমৃতের মতো মধুর এই কথাগুলি বলেছিলেন।

তাৎপর্য

মহারাজ রন্তিদেবের বাক্য ছিল অমৃতের মতো, এবং তাই দুঃখিত ব্যক্তিকে দৈহিক সেবা করা ছাড়াও কেবল তাঁর বাক্যের দ্বারাই রাজা শ্রবণকারীর জীবন রক্ষা করতে পারতেন।

শ্লোক ১২

না কাময়েঽহং গতিমীশ্বরাৎ পরা-
মষ্টর্দ্ধিযুক্তামপুনর্ভবং বা ।
আর্তিং প্রপদ্যেঽখিলদেহভাজা-
মন্তঃস্থিতো যেন ভবন্ত্যদুঃখাঃ ॥ ১২ ॥

ন—না; **কাময়ে**—বাসনা করি; **অহম্**—আমি; **গতিম্**—গতি; **ঈশ্বরাৎ**—ভগবানের কাছ থেকে; **পরাম্**—মহৎ; **অষ্ট-ঋদ্ধি-যুক্তাম্**—অষ্ট-যোগসিদ্ধি সমন্বিত; **অপুনঃ-ভবম্**—পুনরায় জন্মগ্রহণ থেকে নিবৃত্তি (মুক্তি); **বা**—অথবা; **আর্তিম্**—দুঃখকষ্ট; **প্রপদ্যে**—আমি গ্রহণ করি; **অখিল-দেহ-ভাজাম্**—সমস্ত জীবের; **অন্তঃস্থিতঃ**—তাদের সঙ্গে থেকে; **যেন**—যার দ্বারা; **ভবন্তি**—তারা হয়; **অদুঃখাঃ**—দুঃখরহিত।

অনুবাদ

আমি ভগবানের কাছে অষ্ট-যোগসিদ্ধি কামনা করি না এবং জন্ম-মৃত্যুর বন্ধন থেকে মুক্তিও কামনা করি না। আমি যেন কেবল সমস্ত জীবের সঙ্গে থেকে তাদের সমস্ত দুঃখভোগ করতে পারি, যাতে তারা তাদের দুঃখ-দুর্দশা থেকে মুক্ত হতে পারে।

তাৎপর্য

বাসুদেব দত্তও শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর কাছে এই রকম প্রার্থনা করেছিলেন, তিনি তাঁকে বলেছিলেন, তিনি যেন তাঁর নিজের উপস্থিতিতে সমস্ত জীবদের মুক্ত করে দেন। বাসুদেব দত্ত আবেদন করেছিলেন যে, যদি তারা মুক্তি লাভের অযোগ্য হয়, তা হলে তিনি তাদের সমস্ত পাপ গ্রহণ করবেন এবং স্বয়ং সেই পাপের ফল ভোগ করবেন, কিন্তু ভগবান শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু যেন তাদের মুক্ত করে দেন। তাই বৈষ্ণবকে বলা হয় পরদুঃখে দুঃখী। প্রকৃতপক্ষে, বৈষ্ণব মানব-সমাজের প্রকৃত হিতসাধনে যুক্ত।

শ্লোক ১৩

ক্ষুত্তৃট্শ্রমো গাত্রপরিভ্রমশ্চ
দৈন্যং ক্লমঃ শোকবিষাদমোহাঃ ।
সর্বে নিবৃত্তাঃ কৃপণস্য জন্তো-
র্জিজীবিষোর্জীবজলার্পণান্মে ॥ ১৩ ॥

ক্ষুৎ—ক্ষুধা থেকে; **তৃট্**—এবং তৃষ্ণা; **শ্রমঃ**—ক্লান্তি; **গাত্র-পরিভ্রমঃ**—শরীরের কম্পন; **চ**—ও; **দৈন্যম্**—দারিদ্র; **ক্লমঃ**—দুঃখ-দুর্দশা; **শোক**—শোক; **বিষাদ**—বিষাদ; **মোহাঃ**—এবং মোহ; **সর্বে**—সব কিছুই; **নিবৃত্তাঃ**—সমাপ্ত; **কৃপণস্য**—দরিদ্র; **জন্তোঃ**—জীবের (চণ্ডালের); **জিজীবিষোঃ**—বেঁচে থাকার বাসনা; **জীব**—জীবন ধারণ; **জল**—জল; **অর্পণাৎ**—প্রদান করার ফলে; **মে**—আমার।

অনুবাদ

জীবন ধারণেচ্ছু এই দীন চণ্ডালের জীবন রক্ষার জন্য জল দানের দ্বারা আমার ক্ষুধা, তৃষ্ণা, ক্লান্তি, দেহের কম্পন, বিষাদ, দুঃখ, শোক, মোহ সব কিছুই নিবৃত্ত হয়েছে।

শ্লোক ১৪

ইতি প্রভাষ্য পানীয়ং ম্রিয়মাণঃ পিপাসয়া ।
পুল্কসায়াদদাদ্ধীরো নিসর্গকরুণো নৃপঃ ॥ ১৪ ॥

ইতি—এইভাবে; **প্রভাষ্য**—বলে; **পানীয়ম্**—পানীয় জল; **ম্রিয়মাণঃ**—মরণাপন্ন; **পিপাসয়া**—পিপাসার ফলে; **পুল্কসায়**—চণ্ডালকে; **অদদাৎ**—দান করেছিলেন; **ধীরঃ**—ধীর; **নিসর্গ-করুণঃ**—স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপালু; **নৃপঃ**—রাজা।

অনুবাদ

এই বলে, জল পিপাসায় অত্যন্ত ম্রিয়মাণ হওয়া সত্ত্বেও রাজা রন্তিদেব তাঁর জল সেই চণ্ডালকে দান করেছিলেন, কারণ তিনি ছিলেন স্বভাবতই অত্যন্ত কৃপালু এবং ধীর।

শ্লোক ১৫

তস্য ত্রিভুবনাধীশাঃ ফলদাঃ ফলমিচ্ছতাম্ ।
আত্মানং দর্শয়াঞ্চক্রুর্মায়া বিষ্ণুবিনির্মিতাঃ ॥ ১৫ ॥

তস্য—তাঁর (মহারাজ রন্তিদেবের) সম্মুখে; **ত্রিভুবন-অধীশাঃ**—(ব্রহ্মা, শিব আদি) ত্রিভুবনের অধীশ্বরগণ; **ফলদাঃ**—যাঁরা সমস্ত ফল প্রদান করতে পারেন; **ফলম্ ইচ্ছতাম্**—জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের; **আত্মানম্**—তাঁদের পরিচয়; **দর্শয়াম্ চক্রুঃ**—প্রকাশ করেছিলেন; **মায়াঃ**—মায়া; **বিষ্ণু**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর দ্বারা; **বিনির্মিতাঃ**—বিনির্মিত।

অনুবাদ

ফলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের বাসনা অনুসারে ফল প্রদানে সক্ষম ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাগণ তখন রন্তিদেবের সম্মুখে তাঁদের স্বরূপ প্রদর্শন করেছিলেন, কারণ তাঁরাই ব্রাহ্মণ, শূদ্র, চণ্ডাল ইত্যাদিরূপে তাঁর কাছে এসেছিলেন।

শ্লোক ১৬

স বৈ তেভ্যো নমস্কৃত্য নিঃসঙ্গো বিগতস্পৃহঃ ।
বাসুদেবে ভগবতি ভক্ত্যা চক্রে মনঃ পরম্ ॥ ১৬ ॥

সঃ—তিনি (রাজা রন্তিদেব); **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **তেভ্যঃ**—ব্রহ্মা, শিব আদি দেবতাদের; **নমঃ-কৃত্য**—প্রণতি নিবেদন করে; **নিঃসঙ্গঃ**—নিষ্কাম; **বিগত-স্পৃহঃ**—

বিষয়ভোগের স্পৃহাশূন্য; **বাসুদেবে**—বাসুদেবকে; **ভগবতি**—ভগবান; **ভক্ত্যা**—ভক্তির দ্বারা; **চক্রে**—স্থির করেছিলেন; **মনঃ**—মন; **পরম্**—জীবনের চরম লক্ষ্যরূপে।

অনুবাদ

দেবতাদের কাছ থেকে কোন প্রকার জড়-জাগতিক লাভ প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষা রাজা রন্তিদেবের ছিল না। তিনি তাঁদের প্রণতি নিবেদন করেছিলেন, কিন্তু যেহেতু তিনি ভগবান বাসুদেবে অনুরক্ত ছিলেন, তাই তিনি ভক্তি সহকারে শ্রীবাসুদেবের শ্রীপাদপদ্মে তাঁর চিত্ত সন্নিবিষ্ট করেছিলেন।

তাৎপর্য

শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুর গেয়েছেন—

অন্য দেবাশ্রয় নাই, তোমারে কহিনু ভাই,
এই ভক্তি পরম কারণ।

কেউ যদি ভগবানের শুদ্ধ ভক্ত হতে চান, তা হলে দেবতাদের কাছ থেকে কোন বর লাভের আকাঙ্ক্ষা করা উচিত নয়। সেই সম্বন্ধে *ভগবদ্গীতায়* (৭/২০) বলা হয়েছে,*কামৈস্তৈস্তৈর্হৃতজ্ঞানাঃ প্রপদ্যন্তেঽন্যদেবতাঃ*—মায়ার প্রভাবে যারা মোহিত হয়েছে, তারাই কেবল ভগবানের আরাধনা না করে অন্যান্য দেব-দেবীর পূজা করে। তাই রন্তিদেব যদিও প্রত্যক্ষভাবে ব্রহ্মা এবং শিবকে দর্শন করেছিলেন, তবুও তিনি তাঁদের কাছ থেকে কোন রকম জড়-জাগতিক লাভের আকাঙ্ক্ষা করেননি। পক্ষান্তরে, তিনি তাঁর মনকে ভগবান বাসুদেবে সন্নিবিষ্ট করে ভক্তি সহকারে তাঁর সেবা করেছিলেন। এটিই নির্মল-হৃদয় শুদ্ধ ভক্তের লক্ষণ।

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্মাদ্যনাবৃতম্ ।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা ॥

"অন্য সমস্ত অভিলাষ শূন্য হয়ে, মনোধর্মী জ্ঞান এবং সকাম কর্মের বাসনা থেকে মুক্ত হয়ে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রেমময়ী সেবা সম্পাদনকেই শুদ্ধ ভক্তি বলা হয়।"

শ্লোক ১৭

ঈশ্বরালম্বনং চিত্তং কুর্বতোঽনন্যরাধসঃ ।
মায়া গুণময়ী রাজন্ স্বপ্নবৎ প্রত্যলীয়ত ॥ ১৭ ॥

ঈশ্বর-আলম্বনম্—সর্বতোভাবে ভগবানের শ্রীপাদপদ্মে আশ্রয় গ্রহণ করে; **চিত্তম্**—চেতনা; **কুর্বতঃ**—নিবদ্ধ করে; **অনন্য-রাধসঃ**—ভগবানের সেবা ব্যতীত অন্য

বাসনারহিত অবিচল চিত্ত রন্তিদেব; **মায়া**—মায়া; **গুণময়ী**—ত্রিগুণাত্মিকা; **রাজন্**—হে মহারাজ পরীক্ষিৎ; **স্বপ্নবৎ**—স্বপ্নের মতো; **প্রত্যলীয়ত**—মগ্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

হে মহারাজ পরীক্ষিৎ! রাজা রন্তিদেব যেহেতু কৃষ্ণভাবনাময় নিষ্কাম শুদ্ধ ভক্ত ছিলেন, তাই ভগবানের মায়া তাঁর কাছে নিজেকে প্রকট করতে পারেননি। পক্ষান্তরে, তাঁর কাছে মায়া একটি স্বপ্নের মতো প্রতিভাত হত।

তাৎপর্য

বলা হয়েছে—

কৃষ্ণ—সূর্যসম; মায়া হয় অন্ধকার ।
যাহাঁ কৃষ্ণ, তাহাঁ নাহি মায়ার অধিকার ॥

সূর্যের আলোকে যেমন অন্ধকারের অবস্থিতির কোন সম্ভাবনা থাকে না, তেমনই শুদ্ধ কৃষ্ণভাবনাময় ব্যক্তির কাছে মায়ার অস্তিত্ব সম্ভব নয়। *ভগবদ্গীতায়* (৭/১৪) ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥

"আমার এই দৈবী মায়া ত্রিগুণাত্মিকা এবং তা দুরতিক্রমণীয়া। কিন্তু যাঁরা আমাতে প্রপত্তি করেন, তাঁরাই এই মায়া উত্তীর্ণ হতে পারেন।" কেউ যদি মায়ার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে চান, তা হলে তাঁকে কৃষ্ণভক্ত হয়ে ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে হৃদয়ে ধারণ করতে হবে। *ভগবদ্গীতায়* (৯/৩৪) ভগবান সর্বদা তাঁকে স্মরণ করার উপদেশ দিয়েছেন (*মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু*)। এইভাবে সর্বদা শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করলে অথবা কৃষ্ণভাবনাময় হলে, মায়ার প্রভাব অতিক্রম করা যায় (*মায়ামেতাং তরন্তি তে*)। যেহেতু রন্তিদেব ছিলেন কৃষ্ণভাবনাময়, তাই তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন না। এই প্রসঙ্গে *স্বপ্নবৎ* শব্দটি তাৎপর্যপূর্ণ। যেহেতু এই জড় জগতে সকলেরই মন জড়-জাগতিক কার্যকলাপে মগ্ন, তাই নিদ্রিত অবস্থায় তারা বহু অলীক কার্যকলাপের স্বপ্ন দেখে। কিন্তু যখন তারা জেগে ওঠে, তখন তাদের সেই কার্যকলাপ আপনা থেকেই মনের মধ্যে লীন হয়ে যায়। তেমনই, মানুষ যতক্ষণ মায়ার দ্বারা প্রভাবিত থাকে, ততক্ষণ সে বহু পরিকল্পনা করে, কিন্তু যখন সে কৃষ্ণভক্ত হয়, তখন তার সেই স্বপ্নবৎ পরিকল্পনাগুলি আপনা থেকেই অন্তর্হিত হয়ে যায়।

শ্লোক ১৮

তৎপ্রসঙ্গানুভাবেন রন্তিদেবানুবর্তিনঃ ।
অভবন্ যোগিনঃ সর্বে নারায়ণপরায়ণাঃ ॥ ১৮ ॥

তৎ-প্রসঙ্গ-অনুভাবেন—মহারাজ রন্তিদেবের সঙ্গ প্রভাবে (তাঁর সঙ্গে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে আলোচনা করার ফলে); **রন্তিদেব-অনুবর্তিনঃ**—মহারাজ রন্তিদেবের অনুগামীগণ (অর্থাৎ, তাঁর ভৃত্য, তাঁর আত্মীয়স্বজন এবং বন্ধুবান্ধব); **অভবন্**—হয়েছিলেন; **যোগিনঃ**—ভক্তিযোগী; **সর্বে**—তাঁরা সকলে; **নারায়ণ-পরায়ণাঃ**—ভগবান নারায়ণের ভক্ত।

অনুবাদ

যাঁরা মহারাজ রন্তিদেবের আদর্শ অনুসরণ করেছিলেন, তাঁরা তাঁর কৃপার প্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ শুদ্ধ ভক্ত হয়েছিলেন। এইভাবে তাঁরা শ্রেষ্ঠ যোগীতে পরিণত হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্ভক্তই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী, যে কথা *ভগবদ্গীতায়* (৬/৪৭) ভগবান স্বয়ং প্রতিপন্ন করেছেন—

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা ।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ ॥

"যিনি শ্রদ্ধা সহকারে মদ্গত চিত্তে আমার ভজনা করেন, তিনিই সবচেয়ে অন্তরঙ্গ ভাবে আমার সঙ্গে যুক্ত এবং তিনিই সমস্ত যোগীদের থেকে শ্রেষ্ঠ।" যিনি তাঁর হৃদয়ে নিরন্তর ভগবানকে স্মরণ করেন, তিনিই হচ্ছেন সর্বশ্রেষ্ঠ যোগী। রন্তিদেব যেহেতু ছিলেন একজন রাজা, তাই তাঁর রাজ্যের সমস্ত অধিবাসীরা রাজার চিন্ময় সঙ্গপ্রভাবে নারায়ণ-পরায়ণ ভক্তে পরিণত হয়েছিলেন। এটিই শুদ্ধ ভক্তের প্রভাব। যদি একজন শুদ্ধ ভক্তও থাকেন, তা হলে তাঁর সঙ্গপ্রভাবে হাজার হাজার মানুষ শুদ্ধ ভক্তে পরিণত হতে পারেন। শ্রীল ভক্তিবিনোদ ঠাকুর বলেছেন যে, ভক্ত তৈরি করার অনুপাত অনুসারে বৈষ্ণবের বৈষ্ণবত্ব বোঝা যায়। বৈষ্ণবের শ্রেষ্ঠত্ব তাঁর বাক্চাতুর্যের দ্বারা নির্ধারিত হয় না, পক্ষান্তরে তা নির্ধারিত হয় ভগবানের জন্য তিনি কতজন ভক্ত তৈরি করেছেন তার দ্বারা। এখানে *রন্তিদেবানুবর্তিন* শব্দটি ইঙ্গিত করে যে, রন্তিদেবের রাজকর্মচারী, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন এবং প্রজাবর্গ

সকলেই তাঁর সঙ্গপ্রভাবে উত্তম বৈষ্ণবে পরিণত হয়েছিলেন। পক্ষান্তরে, রন্তিদেব যে একজন মহাভাগবত ছিলেন, তা এখানে প্রতিপন্ন হয়েছে। *মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্বিমুক্তেঃ*—মানুষের কর্তব্য এই প্রকার মহাত্মার সেবা করা। কারণ তা হলে তিনি আপনা থেকেই মুক্তির চরম লক্ষ্য প্রাপ্ত হবেন। শ্রীল নরোত্তম দাস ঠাকুরও বলেছেন—*ছাড়িয়া বৈষ্ণব-সেবা নিস্তার পায়েছে কেবা।* নিজের চেষ্টায় কেউ কখনও মুক্ত হতে পারে না, কিন্তু কেউ যদি শুদ্ধ বৈষ্ণবের আনুগত্য বরণ করে, তা হলে মুক্তির দ্বার আপনা থেকেই খুলে যায়।

শ্লোক ১৯-২০

গর্গাচ্ছিনিস্ততো গার্গ্যঃ ক্ষত্রাদ্ ব্রহ্ম হ্যবর্তত ।
দুরিতক্ষয়ো মহাবীর্যাৎ তস্য ত্রয্যারুণিঃ কবিঃ ॥ ১৯ ॥
পুষ্করারুণিরিত্যত্র যে ব্রাহ্মণগতিং গতাঃ ।
বৃহৎক্ষত্রস্য পুত্রোঽভূদ্ধস্তী যদ্ধস্তিনাপুরম্ ॥ ২০ ॥

গর্গাৎ—(ভরদ্বাজের আর এক পৌত্র) গর্গ থেকে; **শিনিঃ**—শিনি নামক এক পুত্র; **ততঃ**—শিনির থেকে; **গার্গ্যঃ**—গার্গ্য নামক এক পুত্র; **ক্ষত্রাৎ**—যদিও তিনি ছিলেন ক্ষত্রিয়; **ব্রহ্ম**—ব্রাহ্মণ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অবর্তত**—সম্ভব হয়েছিল; **দুরিতক্ষয়ঃ**—দুরিতক্ষয় নামক এক পুত্র; **মহাবীর্যাৎ**—(ভরদ্বাজের আর এক পৌত্র) মহাবীর্য থেকে; **তস্য**—তাঁর; **ত্রয্যারুণিঃ**—ত্রয্যারুণি নামক এক পুত্র; **কবিঃ**—কবি নামক এক পুত্র; **পুষ্করারুণিঃ**—পুষ্করারুণি নামক এক পুত্র; **ইতি**—এইভাবে; **অত্র**—এখানে; **যে**—তাঁরা সকলে; **ব্রাহ্মণ-গতিম্**—ব্রাহ্মণত্ব; **গতাঃ**—লাভ করেছিলেন; **বৃহৎক্ষত্রস্য**—বৃহৎক্ষত্র নামক ভরদ্বাজের পৌত্রের; **পুত্রঃ**—পুত্র; **অভূৎ**—হয়েছিল; **হস্তী**—হস্তী; **যৎ**—যাঁর থেকে; **হস্তিনাপুরম্**—হস্তিনাপুর নগরী স্থাপিত হয়েছিল।

অনুবাদ

গর্গ থেকে শিনি এবং শিনি থেকে গার্গ্য জন্মগ্রহণ করেন। গার্গ্য ক্ষত্রিয় হলেও তাঁর থেকে এক ব্রাহ্মণবংশের উদ্ভব হয়। মহাবীর্য থেকে দুরিতক্ষয় নামক পুত্রের জন্ম হয়, যাঁর পুত্রদের নাম ত্রয্যারুণি, কবি এবং পুষ্করারুণি। যদিও দুরিতক্ষয়ের এই পুত্ররা ক্ষত্রিয়বংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তবুও তাঁরা ব্রাহ্মণত্ব লাভ করেছিলেন। বৃহৎক্ষত্রের হস্তী নামক পুত্র হস্তিনাপুর নগরী (বর্তমান দিল্লী) স্থাপনা করেন।

শ্লোক ২১

অজমীঢ়ো দ্বিমীঢ়শ্চ পুরুমীঢ়শ্চ হস্তিনঃ ।
অজমীঢ়স্য বংশ্যাঃ স্যুঃ প্রিয়মেধাদয়ো দ্বিজাঃ ॥ ২১ ॥

অজমীঢ়ঃ—অজমীঢ়; **দ্বিমীঢ়ঃ**—দ্বিমীঢ়; **চ**—ও; **পুরুমীঢ়ঃ**—পুরুমীঢ়; **চ**—ও; **হস্তিনঃ**—হস্তীর পুত্র; **অজমীঢ়স্য**—অজমীঢ়ের; **বংশ্যাঃ**—বংশধর; **স্যুঃ**—হন; **প্রিয়মেধ-আদয়ঃ**—প্রিয়মেধ আদি; **দ্বিজাঃ**—ব্রাহ্মণগণ।

অনুবাদ

হস্তীর অজমীঢ়, দ্বিমীঢ় এবং পুরমীঢ়, এই তিন পুত্র। প্রিয়মেধ আদি অজমীঢ়ের বংশধরগণ সকলে ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন।

তাৎপর্য

ভগবদ্গীতায় যে বলা হয়েছে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র সমাজের এই চারটি বর্ণ নির্ধারিত হয় গুণ এবং কর্ম অনুসারে (*গুণকর্মবিভাগশঃ*), তা এই শ্লোকে প্রমাণিত হয়েছে। অজমীঢ়ের সমস্ত বংশধরেরা জন্ম অনুসারে ক্ষত্রিয় হলেও ব্রাহ্মণ হয়েছিলেন। তার কারণ অবশ্যই তাঁদের গুণ এবং কর্ম। তেমনই, কখনও কখনও ব্রাহ্মণ অথবা ক্ষত্রিয়ের পুত্ররা বৈশ্য হন (*ব্রাহ্মণা বৈশ্যতাং গতাঃ*)। ক্ষত্রিয় অথবা ব্রাহ্মণ যখন বৈশ্যের বৃত্তি (*কৃষিগোরক্ষ্যবাণিজ্যম্*) অবলম্বন করেন, তখন তিনি অবশ্যই বৈশ্য বলে পরিগণিত হন। পক্ষান্তরে, বৈশ্যকুলে জন্মগ্রহণ করলেও কর্ম অনুসারে তিনি ব্রাহ্মণ হতে পারেন। সেই কথা নারদ মুনি প্রতিপন্ন করেছেন—*যস্য যল্লক্ষণং প্রোক্তম্*। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই বর্ণবিভাগ অবশ্যই নির্ধারিত হয় লক্ষণ অনুসারে, জন্ম অনুসারে নয়। জন্ম গুরুত্বপূর্ণ নয়, গুণই প্রধান বিচার্য বিষয়।

শ্লোক ২২

অজমীঢ়াদ্ বৃহদিষুস্তস্য পুত্রো বৃহদ্ধনুঃ ।
বৃহৎকায়স্ততস্তস্য পুত্র আসীজ্জয়দ্রথঃ ॥ ২২ ॥

অজমীঢ়াৎ—অজমীঢ় থেকে; **বৃহদিষুঃ**—বৃহদিষু নামক পুত্র; **তস্য**—তাঁর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **বৃহদ্ধনুঃ**—বৃহদ্ধনু; **বৃহৎকায়ঃ**—বৃহৎকায়; **ততঃ**—তারপর; **তস্য**—তাঁর; **পুত্রঃ**—পুত্র; **আসীৎ**—ছিল; **জয়দ্রথঃ**—জয়দ্রথ।

অনুবাদ

অজমীঢ় থেকে বৃহদিষু নামক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বৃহদিষুর পুত্র বৃহদ্ধনু, বৃহদ্ধনু থেকে বৃহৎকায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পুত্র জয়দ্রথ।

শ্লোক ২৩

তৎসুতো বিশদস্তস্য স্যেনজিৎ সমজায়ত ।
রুচিরাশ্বো দৃঢ়হনুঃ কাশ্যো বৎসশ্চ তৎসুতাঃ ॥ ২৩ ॥

তৎ-সুতঃ—জয়দ্রথের পুত্র; **বিশদঃ**—বিশদ; **তস্য**—বিশদের পুত্র; **স্যেনজিৎ**—স্যেনজিৎ; **সমজায়ত**—জন্মগ্রহণ করেছিলেন; **রুচিরাশ্বঃ**—রুচিরাশ্ব; **দৃঢ়হনুঃ**—দৃঢ়হনু; **কাশ্যঃ**—কাশ্য; **বৎসঃ**—বৎস; **চ**—ও; **তৎ-সুতাঃ**—স্যেনজিতের পুত্রগণ।

অনুবাদ

জয়দ্রথের পুত্র বিশদ, এবং তাঁর পুত্র স্যেনজিৎ। স্যেনজিতের রুচিরাশ্ব, দৃঢ়হনু, কাশ্য এবং বৎস নামক চার পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৪

রুচিরাশ্বসুতঃ পারঃ পৃথুসেনস্তদাত্মজঃ ।
পারস্য তনয়ো নীপস্তস্য পুত্রশতং ত্বভূৎ ॥ ২৪ ॥

রুচিরাশ্বঃ-সুতঃ—রুচিরাশ্বের পুত্র; **পারঃ**—পার; **পৃথুসেনঃ**—পৃথুসেন; **তৎ**—তাঁর; **আত্মজঃ**—পুত্র; **পারস্য**—পার থেকে; **তনয়ঃ**—এক পুত্র; **নীপঃ**—নীপ; **তস্য**—তাঁর; **পুত্র-শতম্**—একশত পুত্র; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিলেন।

অনুবাদ

রুচিরাশ্বের পুত্র পার এবং পারের পুত্র পৃথুসেন ও নীপ। নীপের একশত পুত্র ছিলেন।

শ্লোক ২৫

স কৃত্ব্যাং শুককন্যায়াং ব্রহ্মদত্তমজীজনৎ ।
যোগী স গবি ভার্যায়াং বিষ্বক্সেনমধাৎ সুতম্ ॥ ২৫ ॥

সঃ—তিনি (রাজা নীপ); **কৃত্ব্যাম্**—তাঁর পত্নী কৃত্বীর গর্ভে; **শুক-কন্যায়াম্**—যিনি ছিলেন শুকের কন্যা; **ব্রহ্মদত্তম্**—ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র; **অজীজনৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **যোগী**—যোগী; **সঃ**—সেই ব্রহ্মদত্ত; **গবি**—গৌ বা সরস্বতী নামক; **ভার্যায়াম্**—পত্নীর গর্ভে; **বিষ্বক্সেনম্**—বিষ্বক্সেন; **অধাৎ**—উৎপন্ন করেছিলেন; **সুতম্**—এক পুত্র।

অনুবাদ

রাজা নীপ শুকের কন্যা কৃত্বীর গর্ভে ব্রহ্মদত্ত নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন। ব্রহ্মদত্ত, যিনি ছিলেন একজন মহান যোগী, তিনি তাঁর পত্নী সরস্বতীর গর্ভে বিষ্বক্সেন নামক এক পুত্র উৎপন্ন করেন।

তাৎপর্য

এখানে যে শুকের উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি *শ্রীমদ্ভাগবতের* বক্তা শুকদেব গোস্বামী থেকে ভিন্ন। ব্যাসদেবের পুত্র শুকদেব গোস্বামীর সম্বন্ধে *ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে* বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। সেখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, ব্যাসদেব জাবালির কন্যাকে তাঁর পত্নীরূপে গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁরা একত্রে বহু বছর ধরে তপস্যা করার পর, ব্যাসদেব তাঁর পত্নীর গর্ভে বীর্যাধান করেছিলেন। গর্ভস্থ শিশুটি বারো বছর তাঁর মাতৃগর্ভে ছিলেন, এবং তাঁর পিতা যখন তাঁকে বেরিয়ে আসতে বলেন, তখন পুত্রটি উত্তর দেন যে, তিনি মায়ার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত না হওয়া পর্যন্ত বাহির হবেন না। ব্যাসদেব তখন তাঁকে আশ্বাস দেন যে, তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না, কিন্তু পুত্রটি পিতার সেই কথায় বিশ্বাস করেননি কারণ তাঁর পিতা তখনও তাঁর স্ত্রী এবং পুত্রের প্রতি আসক্ত ছিলেন। ব্যাসদেব তখন দ্বারকায় গিয়ে তাঁর এই সমস্যার কথা ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে জানান, এবং ব্যাসদেবের অনুরোধে ভগবান তাঁর কুটিরে আসেন এবং গর্ভস্থ শিশুটিকে আশ্বাস দেন যে, তিনি মায়ার দ্বারা প্রভাবিত হবেন না। এইভাবে আশ্বস্ত হয়ে শিশুটি বেরিয়ে আসেন, কিন্তু তিনি তৎক্ষণাৎ পরিব্রাজকাচার্যরূপে গৃহত্যাগ করেন। তাঁর পিতা যখন অত্যন্ত দুঃখিত হয়ে তাঁকে অনুসরণ করতে শুরু করেন, তখন শুকদেব গোস্বামী আর একটি শুকদেবকে সৃষ্টি করেন যিনি পরবর্তীকালে গৃহস্থ-আশ্রমে প্রবেশ করেছিলেন। এই শ্লোকে যে *শুককন্যা* কথাটির উল্লেখ করা হয়েছে, তিনি সেই দ্বিতীয় বা কৃত্রিম শুকদেবের কন্যা। প্রকৃত শুকদেব নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী ছিলেন।

শ্লোক ২৬

জৈগীষব্যোপদেশেন যোগতন্ত্রং চকার হ ।
উদক্সেনস্ততস্তস্মাদ্ ভল্লাটো বার্হদীষবাঃ ॥ ২৬ ॥

জৈগীষব্য—জৈগীষব্য নামক মহর্ষির; **উপদেশেন**—উপদেশ অনুসারে; **যোগ-তন্ত্রম্**—যোগের বিস্তৃত বর্ণনা; **চকার**—সঙ্কলন করেছিলেন; **হ**—অতীতে; **উদক্সেনঃ**—উদক্সেন; **ততঃ**—তাঁর থেকে (বিষ্বক্সেন থেকে); **তস্মাৎ**—তাঁর থেকে (উদক্সেন থেকে); **ভল্লাটঃ**—ভল্লাট নামক পুত্র; **বার্হদীষবাঃ**—তাঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশধর নামে পরিচিত ছিলেন।

অনুবাদ

মহর্ষি জৈগীষব্যের উপদেশে বিষ্বক্সেন যোগশাস্ত্র রচনা করেছিলেন। বিষ্বক্সেন থেকে উদক্সেনের জন্ম হয়, এবং উদক্সেন থেকে ভল্লাটের জন্ম হয়। এঁরা সকলেই বৃহদিষুর বংশধর।

শ্লোক ২৭

যবীনরো দ্বিমীঢ়স্য কৃতিমাংস্তৎসুতঃ স্মৃতঃ ।
নাম্না সত্যধৃতিস্তস্য দৃঢ়নেমিঃ সুপার্শ্বকৃৎ ॥ ২৭ ॥

যবীনরঃ—যবীনর; **দ্বিমীঢ়স্য**—দ্বিমীঢ়ের পুত্র; **কৃতিমান্**—কৃতিমান্; **তৎ-সুতঃ**—যবীনরের পুত্র; **স্মৃতঃ**—বিখ্যাত; **নাম্না**—নামে; **সত্যধৃতিঃ**—সত্যধৃতি; **তস্য**—তাঁর (সত্যধৃতির); **দৃঢ়নেমিঃ**—দৃঢ়নেমি; **সুপার্শ্বকৃৎ**—সুপার্শ্বের পিতা।

অনুবাদ

দ্বিমীঢ়ের পুত্র যবীনর এবং তাঁর পুত্র কৃতিমান্। কৃতিমানের পুত্র সত্যধৃতি নামে বিখ্যাত হয়েছিলেন। সত্যধৃতি থেকে দৃঢ়নেমি নামক পুত্রের জন্ম হয়। দৃঢ়নেমি সুপার্শ্বের পিতা।

শ্লোক ২৮-২৯

সুপার্শ্বাৎ সুমতিস্তস্য পুত্রঃ সন্নতিমাংস্ততঃ ।
কৃতী হিরণ্যনাভাদ্ যো যোগং প্রাপ্য জগৌ স্ম ষট্ ॥ ২৮ ॥

সংহিতাঃ প্রাচ্যসাম্নাং বৈ নীপো হ্যুদ্গ্রায়ুধস্ততঃ ।
তস্য ক্ষেম্যঃ সুবীরোঽথ সুবীরস্য রিপুঞ্জয়ঃ ॥ ২৯ ॥

সুপার্শ্বাৎ—সুপার্শ্ব থেকে; **সুমতিঃ**—সুমতি নামক এক পুত্র; **তস্য পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র (সুমতির পুত্র); **সন্নতিমান্**—সন্নতিমান্; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **কৃতী**—কৃতী নামক এক পুত্র; **হিরণ্যনাভাৎ**—ব্রহ্মার থেকে; **যঃ**—যিনি; **যোগম্**—যোগ; **প্রাপ্য**—প্রাপ্ত হয়ে; **জগৌ**—শিক্ষা দিয়েছিলেন; **স্ম**—অতীতে; **ষট্**—ছয়; **সংহিতাঃ**—বর্ণনা; **প্রাচ্যসাম্নাম্**—সামবেদের প্রাচ্যসাম শ্লোকাবলী; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **নীপঃ**—নীপ; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **উগ্রায়ুধঃ**—উগ্রায়ুধ; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **তস্য**—তাঁর; **ক্ষেম্যঃ**—ক্ষেম্য; **সুবীরঃ**—সুবীর; **অথ**—তারপর; **সুবীরস্য**—সুবীরের; **রিপুঞ্জয়ঃ**—রিপুঞ্জয় নামক পুত্র।

অনুবাদ

সুপার্শ্ব থেকে সুমতি, সুমতির পুত্র সন্নতিমান্, সন্নতিমান্ থেকে কৃতী জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ব্রহ্মার কাছ থেকে যোগশক্তি লাভ করে সামবেদের প্রাচ্যসামের ছটি সংহিতা শিক্ষাদান করেন। কৃতীর পুত্র নীপ, নীপ থেকে উগ্রায়ুধ; উগ্রায়ুধের পুত্র ক্ষেম্য; ক্ষেম্যর পুত্র সুবীর, এবং সুবীরের পুত্র রিপুঞ্জয়।

শ্লোক ৩০

ততো বহুরথো নাম পুরুমীঢ়োঽপ্রজোঽভবৎ ।
নলিন্যামজমীঢ়স্য নীলঃ শান্তিস্তু তৎসুতঃ ॥ ৩০ ॥

ততঃ—তাঁর থেকে (রিপুঞ্জয় থেকে); **বহুরথঃ**—বহুরথ; **নাম**—নামক; **পুরুমীঢ়ঃ**—পুরুমীঢ়, দ্বিমীঢ়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা; **অপ্রজঃ**—নিঃসন্তান; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **নলিন্যাম্**—নলিনী থেকে; **অজমীঢ়স্য**—অজমীঢ়ের; **নীলঃ**—নীল; **শান্তিঃ**—শান্তি; **তু**—তারপর; **তৎ-সুতঃ**—নীলের পুত্র।

অনুবাদ

রিপুঞ্জয় থেকে বহুরথ নামক এক পুত্র উৎপন্ন হয়। পুরুমীঢ় নিঃসন্তান ছিলেন। অজমীঢ়ের নলিনী নাম্নী ভার্যার গর্ভে নীলের জন্ম হয়। নীলের পুত্র শান্তি।

শ্লোক ৩১-৩৩

শান্তেঃ সুশান্তিস্তৎপুত্রঃ পুরুজোঽর্কস্ততোঽভবৎ ।
ভর্ম্যাশ্বস্তনয়স্তস্য পঞ্চাসন্ মুদ্গলাদয়ঃ ॥ ৩১ ॥
যবীনরো বৃহদ্বিশ্বঃ কাম্পিল্লঃ সঞ্জয়ঃ সুতাঃ ।
ভর্ম্যাশ্বঃ প্রাহ পুত্রা মে পঞ্চানাং রক্ষণায় হি ॥ ৩২ ॥
বিষয়াণামলমিমে ইতি পঞ্চালসংজ্ঞিতাঃ ।
মুদ্গলাদ্ ব্রহ্মনির্বৃত্তং গোত্রং মৌদ্গল্যসংজ্ঞিতম্ ॥ ৩৩ ॥

শান্তেঃ—শান্তির; **সুশান্তিঃ**—সুশান্তি; **তৎ-পুত্রঃ**—তাঁর পুত্র; **পুরুজঃ**—পুরুজ; **অর্কঃ**—অর্ক; **ততঃ**—তাঁর থেকে; **অভবৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **ভর্ম্যাশ্বঃ**—ভর্ম্যাশ্ব; **তনয়ঃ**—পুত্র; **তস্য**—তাঁর; **পঞ্চ**—পঞ্চপুত্র; **আসন্**—হয়েছিল; **মুদ্গল-আদয়ঃ**—মুদ্গল আদি; **যবীনরঃ**—যবীনর; **বৃহদ্বিশ্বঃ**—বৃহদ্বিশ্ব; **কাম্পিল্লঃ**—কাম্পিল্ল; **সঞ্জয়ঃ**—সঞ্জয়; **সুতাঃ**—পুত্রগণ; **ভর্ম্যাশ্বঃ**—ভর্ম্যাশ্ব; **প্রাহ**—বলেছিলেন; **পুত্রাঃ**—পুত্রদের; **মে**—আমার; **পঞ্চানাম্**—পাঁচ; **রক্ষণায়**—রক্ষা করার জন্য; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **বিষয়াণাম্**—বিভিন্ন রাজ্যের; **অলম্**—যোগ্য; **ইমে**—তাঁরা সকলে; **ইতি**—এইভাবে; **পঞ্চাল**—পঞ্চাল; **সংজ্ঞিতাঃ**—অভিহিত হয়েছিলেন; **মুদ্গলাৎ**—মুদ্গল থেকে; **ব্রহ্ম-নির্বৃত্তম্**—ব্রাহ্মণ সমন্বিত; **গোত্রম্**—গোত্র; **মৌদ্গল্য**—মৌদ্গল্য; **সংজ্ঞিতম্**—নামক।

অনুবাদ

শান্তির পুত্র সুশান্তি, সুশান্তির পুত্র পুরুজ এবং পুরুজের পুত্র অর্ক। অর্ক থেকে ভর্ম্যাশ্ব, এবং ভর্ম্যাশ্ব থেকে মুদ্গল, যবীনর, বৃহদ্বিশ্ব, কাম্পিল্ল এবং সঞ্জয় নামক পাঁচ পুত্রের জন্ম হয়। ভর্ম্যাশ্ব তাঁর পুত্রদের বলেছিলেন, "হে পুত্রগণ। তোমরা আমার পাঁচটি রাজ্যের ভার গ্রহণ কর, কারণ তোমরা সেই কার্য সম্পাদনে সমর্থ।" এই কারণে তাঁর পঞ্চপুত্র পঞ্চাল নামে অভিহিত হন। মুদ্গল থেকে মৌদ্গল্য ব্রাহ্মণবংশের উৎপত্তি হয়।

শ্লোক ৩৪

মিথুনং মুদ্গলাদ্ ভার্ম্যাদ্ দিবোদাসঃ পুমানভূৎ ।
অহল্যা কন্যকা যস্যাং শতানন্দস্তু গৌতমাৎ ॥ ৩৪ ॥

মিথুনম্—যমজ পুত্র এবং কন্যা; **মুদ্‌গলাৎ**—মুদ্‌গল থেকে; **ভার্ম্যাৎ**—ভর্ম্যাশ্বের পুত্র; **দিবোদাসঃ**—দিবোদাস; **পুমান্**—পুরুষ; **অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **অহল্যা**—অহল্যা; **কন্যকা**—কন্যা; **যস্যাম্**—যাঁর থেকে; **শতানন্দঃ**—শতানন্দ; **তু**—বস্তুতপক্ষে; **গৌতমাৎ**—তাঁর পতি গৌতমের দ্বারা উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুবাদ

ভর্ম্যাশ্বের পুত্র মুদ্‌গলের যমজ পুত্র এবং কন্যা উৎপন্ন হয়। পুত্রটির নাম দিবোদাস এবং কন্যাটির নাম অহল্যা। অহল্যার গর্ভে পতি গৌতমের ঔরসে শতানন্দ নামক এক পুত্রের জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৫

তস্য সত্যধৃতিঃ পুত্রো ধনুর্বেদবিশারদঃ ।
শরদ্বাংস্তৎসুতো যস্মাদুর্বশীদর্শনাৎ কিল ।
শরস্তম্বেঽপতদ্ রেতো মিথুনং তদভূচ্ছুভম্ ॥ ৩৫ ॥

তস্য—তাঁর (শতানন্দের); **সত্যধৃতিঃ**—সত্যধৃতি; **পুত্রঃ**—একটি পুত্র; **ধনুঃ-বেদ-বিশারদঃ**—ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারঙ্গত; **শরদ্বান্**—শরদ্বান্; **তৎ-সুতঃ**—সত্যধৃতির পুত্র; **যস্মাৎ**—যাঁর থেকে; **উর্বশী-দর্শনাৎ**—স্বর্গের অপ্সরা উর্বশীকে দর্শন মাত্র; **কিল**—বস্তুতপক্ষে; **শর-স্তম্বে**—শর নামক ঘাসের গুচ্ছে; **অপতৎ**—পতিত হয়েছিল; **রেতঃ**—বীর্য; **মিথুনম্**—পুরুষ এবং নারী; **তৎ অভূৎ**—উৎপন্ন হয়েছিল; **শুভম্**—মঙ্গলময়।

অনুবাদ

শতানন্দের পুত্র সত্যধৃতি ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত পারদর্শী ছিলেন। সত্যধৃতির পুত্র শরদ্বান্। উর্বশীকে দর্শন করে তাঁর বীর্য স্খলিত হয়ে শরঘাসের গুচ্ছে পতিত হয়। সেই বীর্য থেকে সর্বমঙ্গলময় একটি পুত্র এবং কন্যার জন্ম হয়।

শ্লোক ৩৬

তদ্ দৃষ্ট্বা কৃপয়াগৃহ্ণাচ্ছান্তনুর্মৃগয়াং চরন্ ।
কৃপঃ কুমারঃ কন্যা চ দ্রোণপত্ন্যভবৎ কৃপী ॥ ৩৬ ॥

তৎ—সেই যমজ পুত্র এবং কন্যা; **দৃষ্ট্বা**—দর্শন করে; **কৃপয়া**—কৃপাপূর্বক; **অগৃহ্ণাৎ**—গ্রহণ করেছিলেন; **শান্তনুঃ**—রাজা শান্তনু; **মৃগয়াম্**—বনে মৃগয়া করার সময়; **চরন্**—এইভাবে বিচরণ করতে করতে; **কৃপঃ**—কৃপ; **কুমারঃ**—বালক; **কন্যা**—বালিকা; **চ**—ও; **দ্রোণ-পত্নী**—দ্রোণাচার্যের পত্নী; **অভবৎ**—হয়েছিলেন; **কৃপী**—কৃপী নামক।

অনুবাদ

মহারাজ শান্তনু মৃগয়া করতে গিয়ে সেই যমজ পুত্র এবং কন্যাটিকে দর্শন করে কৃপাপূর্বক তাদের তাঁর গৃহে নিয়ে আসেন। তার ফলে বালকটির নাম হয় কৃপ এবং বালিকাটির নাম হয় কৃপী। কৃপী পরবর্তীকালে দ্রোণাচার্যের পত্নী হয়েছিলেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের নবম স্কন্ধের 'ভরতের বংশ বিবরণ' নামক একবিংশতি অধ্যায়ের ভক্তিবেদান্ত তাৎপর্য।